তুহ্ফাতুল ক্বারী

আশরাফিয়া লাইব্রেরী

চক বাজার – ঢাকা–১২১১

বাংলা

নুজহাতুল ক্বারী

(স্বনামধন্য আলেম, শায়খে তরীকত ও বুজুর্গে কামেল,

হযরত মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেব প্রণীত

উর্দু নুজহাতুল ক্বারী"র সরল বঙ্গানুবাদ.)

অনুবাদক ঃ

জয়নগর নিবাসী ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব

প্রকাশক

(মাওলানা) ঃ মোঃ ইউসুফ

আশরাফিয়া লাইব্রেরী

চক বাজার ঢাকা - ১২১১

 মূল্য ঃ সাদা - ১০.০০

রাফ - ৭.০০

সূচীপত্র

-ঃ ভুমিকাঃ-

মুসলমান হিসাবে শুদ্ধ করিয়া ক্বোরআন শরীফ পাঠ করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। দুঃখের বিষয়, বহুলোক ক্বোরআন শরীফকে শুধু আরবী ভাষা হিসাবে কোনরুপে পড়িয়া যাওয়াই যথেষ্ট মনে করেন। ইহা নেহায়েৎ অনুচিত। কারণ, আরবী অক্ষর গুলির বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গী রহিয়াছে। তাছাড়া শুদ্ধভাবে ক্বোরআন শরীফ পড়িবার কতগুলি বিশেষ নিয়মও রহিয়াছে। ইহাকে এল্‌মে ক্বিরাআত বা তাজভীদ বলা হয়। অক্ষরের সঠিক উচ্চারণ বা নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া ক্বোরআন শরীফ পড়িলে সওয়াব হওয়া দুরের কথা, অনেকস্থলে মারাত্মক পাপ হইয়া থাকে। শুদ্ধভাবে ক্বোরআন শরীফ পড়িতে না পারিলে নামাযও আদায় হয় না।

আমাদের দেশের গৌরব, এল্‌মে ক্বিরাআতের সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও বুজুর্গ মরহুম **মাওলানা ক্বারী ইব্রাহীম সাহেব** এদেশে ক্বেরআত শিক্ষার যথেষ্ট খেদমত করিয়া গিয়াছেন। এ ব্যাপারে তাহার দান উল্লেখযোগ্য। ক্বিরাআত শিক্ষা সন্মন্ধে জনাব ক্বারী সাহেবের **নুজহাতুল ক্বারী** রেসালা খানা আজ বহুবৎসর যাবত সর্বত্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। ক্বিরাআত শিক্ষার জন্য ইহা একখানা সহজ, সরলও সুন্দর কিতাব, ইহাতে সন্দেহ নাই। রেসালাখানা উর্দূ ভাষায় রচিত বিধায় আজ বহুদিন যাবত অনেকেই ইহার বাংলা অনুবাদ পাইবার জন্য বিশেষ আকাঙ্খা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তাই আমরা মুসলমান ভাইদের, বিশেষ করিয়া এল্‌মে ক্বিরাআতের ছাত্রদের

জন্য রেসালা খানার সরল অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। সুখের বিষয়, ইহার অনুবাদক ক্বারী সাহেব মূল গ্রন্থকার মরহুম মগফুর জনাব ক্বারী ইব্রাহীম ছাহেবের নিকটেই এল্‌মে ক্বিরাআত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তবে বাংলা ভাষায় বিষয়টি আরও অধিকতর সুন্দর ও সহজবোধ্য করিবার জন্য তাহার অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপিতে অনেকটা এবং মূল গ্রন্থের কিছুটা পরিবর্তন ও করা হইয়াছে।

যাহাদের উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হইল, তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হইলেও শ্রম সার্থক মনে করিব।

আরজগোযার –

(মরহুম) মোঃ আবদুল আজীজ

আশরাফিয়া লাইব্রেরী,ঢাকা ১২১১

ফোঃ- ২৩৪৭৮৯

بسم الله الرحمن الرحيم

নুজহাতুল ক্বারী

ক্বোরআন পাঠের ফযীলত

ক্বোরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া তেলাওয়াত করা অশেষ সওয়াবের কথা। শুদ্ধ করিয়া ক্বোরআন শরীফ পড়িতে না পারিলে অনেক ফরজ এবাদত ও ঠিকমত আদায় করা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে অশুদ্ধ ভাবে ক্বোরআন শরীফ পাঠ করিলে নেকীর পরিবর্তে পাপের বোঝা বাড়িয়া জাহান্নামের, পথই প্রশস্ত হইবে। অতএব প্রত্যেক মুসলমানেরই শুদ্ধভাবে তরতীলের সঙ্গে ক্বোরআন শরীফ পাঠে মনোযোগী হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ –

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

অর্থাৎ তাজভীদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে ক্বোরআন শরীফ পাঠ কর। এই আয়াত দ্বারা সহজেই একথা বুঝা যায় যে, শুদ্ধভাবে ক্বোরআন শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব।

ক্বোরআন শরীফ পাঠের ফযীলত সম্বন্ধে হাদীস শরীফে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ قَرَأَالْقُرْاٰنَ حَرْفًا فَلَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্বোরআন শরীফের একটি মাত্র অক্ষর পড়িবে সে দশটি নেকী পাইবে। অন্যত্র এক হাদীসে আছে ঃ –

خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে, ক্বোরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে উহা শিক্ষা দেয়'। অপর হাদীসে আছে ঃ –

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ সমস্ত (নফল) এবাদতের মধ্যে ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করাই অধিক পূণ্যজনক। অন্য হাদীসে আছে ঃ –

إِقْرَأِالْقُرْاٰنَ فَإِنَّهٗ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّاَصْحَابِهٖ

অর্থাৎ ক্বোরআন পাঠ কর, নিশ্চয়ই উহা আপন পাঠকের জন্য হাশরের দিন সুপারিশ করিবে। হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি ক্বোরআন শরীফ পাঠ করিয়া উহার হুকুম অনুযায়ী আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ সন্মানে সন্মানিত করিবেন।

হাদীস শরীফে ক্বোরআন পাঠের বহু ফযীলত আসিয়াছে। শুদ্ধরুপে ক্বোরআন শরীফ পাঠ করিয়া হাদীসে বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী হওয়া আমাদের সকলেরই একান্ত কর্তব্য।

নূন সাকিন ও তানভীনের বিবরণ

নূন সাকিন ও তানভীন চারি নিয়মে পড়িতে হয়। যথাঃ-

১। ইযহার ২। ক্বল্‌ব ৩। ইদ্‌গাম ৪। ইখ্‌ফা।

১। **ইযহার** ঃ- নূন সাকিন ও তানভীনের পরে হরুফে হালক্বীর কোন একটি হরফ আসিলে উক্ত নূন সাকিন ও তান্‌ভীনকে খুব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইযহার বলা হয়। হরূফে হালক্বী ৬টি। যথা ঃ-

غ - ع - خ - ح - ه - ء

এই অক্ষরগুলির উচ্চারণস্থল অর্থাৎ মাখরাজ হালক্ব বা কণ্ঠনালী। এইজন্য ইহাদিগকে হরূফে হালক্বী বলা হয়।

ইযহারের উদাহরণঃ -

مِنْ اَجَلٍ - عَذَابٌ اَلِيْمٌ - بِمَنْ هُوَ - كُلًّا هَدَيْنَا - مِنْ حَقٍّ

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - يَنْعِقُ - عَذَابٌ عَظِيْمٌ - مِنْ خَيْرٍ - عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

يَنْغِضُوْنَ - اِلَيْهِ غَيْرُهٗ

২। **ক্বল্‌ব** - নূন সাকিনও তানভীনের পরে (ب) হরফ আসিলে উক্ত নূন সাকিন ও তান্‌ভীনকে 'মীম' দ্বারা পরিবর্তন করিয়া ইখফা ও গুন্নাহ্ সহকারে পড়িতে হয়। ইহাকেই ক্বল্‌ব বলা হয়। যথাঃ-

مِنْ بَأْسٍ - جَنْبٌ - سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ -

৩। **ইদ্‌গাম** - يَرْمَلُوْنَ শব্দের বর্ণিত ছয়টি হরফ এর কোন একটি হরফ যদি নূন সাকিন বা তানভীনের পরে, ভিন্ন শব্দের প্রথম ভাগে আসে, তবে উক্ত নূন সাকিন কিংবা তান্‌ভীনযুক্ত হরফটিকে পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফ এর সঙ্গে যুক্ত করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইদ্‌গাম বলা হয়। ইদ্‌গাম দুই প্রকার - ইদ্‌গামে বা - গুন্নাহ্ ও ইদ্‌গামে বে - গুন্নাহ্।

(ক) **ইদ্‌গামে বা গুন্নাহ্** – উপরোক্ত يَرْمَلُوْنَ শব্দের বর্ণিত ছয়টি হরফ এর মধ্যে يُؤْمِنُّ শব্দে বর্ণিত চারটি হরফ গুন্নার সঙ্গে ইদ্‌গাম করিতে হয়। ইহাকে ইদ্‌গামে বা- গুন্নাহ্ বলা হয়। যথাঃ-

مَنْ يَّفْعَلْ - قَوْمٌ يَّعْقِلُوْنَ - مِنْ مَّالٍ - قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

مِنْ نَّفْعِهٖ - سُلْطَانًا نَّصِيْرًا - مِنْ وَّالٍ - هُـــزُوًا وَّلَعِبًا

কিন্তু ইদ্‌গামের জন্য নির্দিষ্ট উপরোক্ত হরফগুলির কোন একটি অক্ষর যদি একই শব্দের মধ্যে নূন সাকিনও তানভীনের পরে আসে, তবে ইদ্‌গাম হইবে না। যথাঃ–

صِنْوَانٌ = قِنْوَانٌ - بُنْيَانٌ - دُنْيَا

(খ) **ইদ্‌গামে বে-গুন্নাহ্** – উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী ل – ر এই দুইটি হরফ নূন সাকিন ও তানভীনের পরে আসিলে উক্ত নূন সাকিন –

ও তান্‌ভীনকে গুন্নাহ্ ব্যতীত শুধু ইদ্‌গাম করিয়া পড়িতে হয়; ইহাকে ইদ্‌গামে বে - গুন্নাহ্ বলা হয়। যথাঃ-

مَنْ لَّا يَّجِبُ - رِزْقًا لَّكُمْ - مِنْ رَّحْمَةٍ - عَزِيْزٌ رَّحِيْمٌ

কিন্তু من سكته راق এর নূন সাকিন ইদ্‌গাম হইবে না, সাক্‌তা হওয়ার কারণে এখানে ইদ্‌গামের কায়দা চলিবে না।

৪। **ইখফা** ঃ ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

ইখফার জন্য নির্দিষ্ট ১৫ টি হরুফের কোন একটি হরফ যদি নূন সাকিন বা তানভীনের পরে আসে, তবে উক্ত নূন সাকিন ও তানভীনকে গুন্নার সঙ্গে অস্পষ্টভাবে (বাংলা ভাষায় চন্দ্রবিন্দু যুক্ত শব্দ পড়ার ন্যায়) উচ্চারন করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকেই ইখ্‌ফা বলা হয়। যথাঃ-

لَنْ تَفْعَلُوْا - قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ - مِنْ ثَمَرَةٍ - مَنْ جَاءَ - صَعِيْدًا جُرُزًا - مِنْ دُبُرٍ - كَاْسًا دِهَاقًا - مُنْذِرُوْنَ - ظِلٍّ ذِيْ - كَنْزٌ نَفْسًا زَكِيَّةً - يَنْسِلُوْنَ - قَوْلًا سَدِيْدًا - مَنْ شَكَرَ - شَيْءٍ شَهِيْدٍ مِنْ صِيَامٍ - قَوْمًا صَالِحِيْنَ - لِمَنْ ضَلَّ - عَذَابًا ضِعْفًا - يَنْطِقُ صَعِيْدًا طَيِّبًا - يَنْظُرُوْنَ - ظِلًّا ظَلِيْلًا - يُنْفِقُوْنَ - قَوْمٌ فٰسِقُوْنَ مِنْ قَبْلُ - رِزْقًا قَالُوْا - مِنْكُمْ - بِدَمٍ كَذِبٍ ❖

ওয়াজিব গুন্নার কথা

م – ن এই দুইটি হরফ এর মধ্যে যদি তাশদীদ্ থাকে, তবে ইহাদিগকে অবশ্যই গুন্নার সঙ্গে পড়িতে হইবে। ইহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ্ বলা হয়। যথাঃ - لَمَّا - اِنَّ - جَهَنَّمَ - جَنّٰتٍ

গুন্নাহ্ মোট চারি প্রকার। যথাঃ- ১। ক্বলব গুন্নাহ্ ২। ইদ্গামে বা গুন্নাহ্, ৩। ইখ্ফা গুন্নাহ্। ৪। ওয়াজিব গুন্নাহ্

সাক্তার বিবরণ

শ্বাস বাকী রাখিয়া উচ্চারিত স্বর অল্পক্ষনের জন্য বন্ধ রাখার পরে ইক্ত শ্বাসের সাহায্যেই পরবর্তী শব্দ বা হরফ পড়াকে সাধারনতঃ সাক্তা বলা হয়। ওয়াক্ফ এবং সাক্তার মধ্যে পার্থক্য এই যে, ওয়াক্ফ করার সময় শ্বাস বাকী থাকে না ; কিন্তু সাক্তার মধ্যে শ্বাস বাকী রাখিতে হয়, অন্যথায় সাক্তা আদায় হয় না। আমাদের ক্বিরাআতের রাভী হাফছ (রাহ্ঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র ক্বোরআন শরীফে চারটি সাক্তা রহিয়াছে, অর্থাৎ চারি জায়গায় সাক্তা করিতে হয়।

১ম عِوَاجًا এর আলিফের মধ্যে (সুরা কাহ্ফ)।

২য় مِنْ مَّرْقَدِنَا এর আলিফের মধ্যে (সুরা ইয়া - সীন)।

৩য় مِنْ رَاقٍ এর নূনের মধ্যে (সুরা ক্বিয়ামাহ্)।

৪র্থ بَلْ رَانَ এর লামের মধ্যে (সুরা মুতাফফিফীন)।

মীম সাকিনের বিবরণ

মীম সাকিন তিন ভাগে বিভক্ত। যথাঃ ১। ইখ্ফা ২। ইদগাম ৩। ইযহার।

১। **ইখফা**– মীম সাকিনের পরে যদি ب হরফ আসে, তবে ইখফা করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ–

قُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ

২। **ইদগাম** – মীম সাকিনের পরে 'মীম ' আসিলে অবশ্যই ইদগাম ও গুন্নাহ্ করিতে হইবে। যথাঃ -

عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

৩। **ইযহার** ঃ– মীম ও বা হরফ ব্যতীত মীম সাকিনের পরে অন্য কোন হরফ আসিলে মীম সাকিনকে ইযহার করিয়া পড়িতে হয়।

বিশেষতঃ মীম সাকিনের পরে যদি و কিংবা ف আসে, তখন অবশ্যই ইযহার করিতে হইবে। যথাঃ-

عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ - لَهُمْ فِيْهَا

লাম হরফ পড়িবার বিবরণ

الله শব্দে লামের পূর্বে যবর বা পেশ থাকিলে উক্ত লাম পোর করিয়া অর্থাৎ মোটা স্বরে পড়িতে হয়। যথাঃ-

وَاللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ - وَاسْتَغْفِرُ واللّٰهَ

কিন্তু যদি লাম হরফ এর পুর্বে যের থাকে, তবে উক্ত ل বারীক বা পাতলা স্বরে পড়িতে হইবে, যথাঃ- بِسْمِ اللّٰهِ - لِلّٰهِ তাছাড়া হাফ্স (রাহ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহ্ শব্দ ব্যতীত অন্য সবখানেই লাম হরফ পাতলা করিয়া পড়িতে হইবে।

মদ্দের বিবরণ

লম্বা বা দীর্ঘস্বরে স্বাস না ছাড়িয়া হরফ এর উচ্চারণ করাকে সাধা-রণতঃ মদ্দ বলা হয়। সকল হরফে মদ্দ হয় না। নিম্ন বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী মাত্র তিনটি হরফে হয়। যথাঃ-

১। و যখন সকিন হয় এবং ইহার পূর্বের হরফে পেশ থাকে।

২। ا (আলিফ) যখন সাকিন হয় এবং ইহার পূর্বে যবর থাকে।

৩। ى যখন সাকিন হয় এবং ইহার পূর্বের হরফে যের থাকে।

মদ্দ অনেক প্রকার। নিম্নে সাত প্রকার মদ্দের বিবরণ দেওয়া হইল।

১। **মদ্দে তবিয়ী** - উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী মদ্দের হরফ এর পরে 'হামযা' কিংবা সাকিন না হইলে ইহাকে মদ্দে তবীয়ী বা মদ্দে আ-ছলী বলে। ইহা এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করিতে হয়। ইহা ওয়াজিব। যথাঃ- نُوحِيهَا

২। **মদ্দে মুত্তাছিল** - একই শব্দে মদ্দের হরফ এর পরে 'হামযা' আসিলে ইহাকে মদ্দে মুত্তাসিল বলে। ইহা চারি আলিফ পরিমাণ লম্বা করিতে হয়। ইহাও ওয়াজিব। যথাঃ-

جِيْٓءَ - اُولٰٓئِكَ - سَآءَ - سُوْٓءَ

৩। **মদ্দে মুন্‌ফাছিল** - মদ্দের হরফ এর পরে ভিন্ন শব্দের প্রথমে 'হামযা' আসিলে ইহাকে মদ্দে মুন্‌ফাসিল বলে। ইহা চার আলিফ পরিমাণ লম্বা করিতে হয়। ইহা ওয়াজিব নহে। কছর করাও জায়েজ আছে কিন্তু লম্বা করাই ভালঃ

যথাঃ -

وَمَآ اُنْزِلَ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ - فِيْٓ اٰذَانِهِمْ - قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

৪। **মদ্দে আরেযী**- মদ্দের হরফ এর পরে, শব্দের শেষ হরফ যদি আরেযী সাকিন হয়, তবে সেই মদ্দকে মদ্দে আরেযী বলে। যে সাকিন শুধু ওয়াক্‌ফ করার সময় থাকে কিন্তু মিলাইয়া পড়িবার সময়ে সাকিন থাকে না, তাহাকে আরেযী সাকিন বলে। যথাঃ-

تَعْلَمُوْنَ - خَبِيْرٌ - حِسَابٌ

৫। **মদ্দে লীন** - و কিংবা ى সাকিন অবস্থায় ইহাদের পূর্বে যবর থাকিলে এবং পরে আরেযী সাকিন হইলে ইহাকে মদ্দে লীনে আরেযী বলে। মদ্দে লীন শুধু ওয়াক্‌ফ অবস্থায় হইয়া থাকে। ইহা এক আলিফ পরিমান লম্বা করা যায়। দুই বা তিন আলিফও লম্বা করা যায়। যথাঃ-

خَوْفٌ - سَيْرٌ - بَيْتٌ

৬। **মদ্দে বদল** - মদ্দের হরফ এর পূর্বে হামযা, আসিলে যে মদ্দ হয়, তাহাকে মদ্দে বদল বলে। হাফ্‌স (রাহঃ) এর মতে ইহা এক আলিফ পরিমান লম্বা করিতে হয়। যথাঃ-

اٰمَنُوْا - اِيْمَانًا - اُوْتِىَ

ফায়দাঃ হাতের একটি আঙ্গুলিকে মধ্যম গতিতে সোজা করিয়া পুনরায় মধ্যম গতিতে বাকা করিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততটুকু সময় পরিমাণ স্বর লম্বা করাকে এক আলিফ লম্বা বলে। এই আন্দাজ অনুযায়ী প্রয়োজনমত এক আলিফ দুই কিংবা তিন আলিফ লম্বা করিবে।

মদ্দে লাযেমের বিবরণ

মদ্দের হরফ এর পরে আছ্লী সাকিন আসিলে তাহাকে মদ্দে লাযেম বলা হয়। ওয়াক্ফ করিয়া পড়ার সময় কিংবা মিলাইয়া পড়িবার সময় উভয় অবস্থায়ই যে সাকিন বহাল থাকে অর্থাৎ কোন রূপেই যে সাকিন পরিবর্তন হয় না উহাই আছ্লী বা লাযেমী সাকিন। ইহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। **কলমী মুসাক্কাল** – একই শব্দে বা কলেমাতে মদ্দের হরফ এর পরে তাশ্দীদ যুক্ত সাকিন একত্রিত হইলে উহাকে মদ্দে লাযেম কলমী মুসাক্কাল বলা হয়। যথাঃ-

وَلَا الضَّآلِّيْنَ - دَآبَّةٍ - تَأْمُرُوْٓنِّىْ

২। **হরফী মুসাক্কাল** ঃ- কোন শব্দ বা কলেমা ব্যতীত শুধু হরফের মধ্যে মদ্দের হরফ এর পরে তাশ্দীদযুক্ত সাকিন একত্রিত হইলে ইহাকে মদ্দে লাযেম হরফী মুসাক্কাল বলা হয়। এই ধরনের মদ্দ সাধারনত ঃ সুরার প্রথমে আসে। যথাঃ-

الٓمّٓ - طٓسٓمّٓ

৩। **কলমী মুখাফ্ফাফ** ঃ- একই শব্দ বা কলেমার মধ্যে মদ্দের হরফ এর পরে জযমবিশিষ্ট সাকিন একত্রিত হইলে উহাকে মদ্দে লাযেম কলমী মুখাফ্ফাফ বলা হয়। যথাঃ-

৪। **হরফী মুখাফফাফ** ঃ- কোন শব্দ বা কলেমা ব্যতীত শুধু হরফের মধ্যে মদ্দের হরফ এর পরে জযম বিশিষ্ট সাকিন একত্রিত হইলে উহাকে মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফ্ফাফ বলা হয়, ইহাও সুরার প্রথমে আসিয়া থাকে। যথাঃ–

عٓسٓقٓ - قٓ - نٓ - صٓ - كٓهٰيٰعٓصٓ

মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফ্ফাফ ও হরফী মুসাক্কালের জন্য আটটি হরফ নির্দিষ্ট রহিয়াছে। كَمْ عَسَلٍ نَقَصَ এর মধ্যে এই অক্ষরগুলি নিহিত আছে। ইহাদের প্রত্যেকটি হরফই তিনটি হরফ এর সাহায্যে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন মীম উচ্চারণ করিতে মীম ইয়া ও মীম ميم এই তিনটি হরফ এর আবশ্যক হয়। ইহাতে ى হরফটি মদ্দের এবং শেষের 'মীম' হরফটি জযমযুক্ত। কাজেই উপরোক্ত কায়দা অনুযায়ী م হরফ এর অন্তর্গত ৬ হরফের মধ্যে মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফ্ফাফ পাওয়া যায়।

তিন হরফের সাহায্যে উচ্চারণযুক্ত হরফ ব্যতীত অন্য যে সমস্ত হরফ আলিফের সঙ্গে সুরার প্রথমে থাকে, উহাদিগকে মদ্দে তবিয়ীর মধ্যে গণ্য করা হয় যথাঃ- ط - ه - ى - ر - ح

রা' হরফ পড়িবার বিবরণ

নিম্নলিখিত অবস্থায় (ر) হরফকে পোর পড়িতে হয়।

১। ر হরফ এর মধ্যে যবর কিংবা পেশ থাকিলে উহা পোর করিয়া পড়িতে হয় যথাঃ- رَسُوْلٌ - رُقُوْدٌ

২। ر হরফ সাকিন অবস্থায় উহার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ হইলে উহা পোর করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ-

يَرْجِعُوْنَ - اُرْكُسُوْا

৩। ر হরফ সাকিন অবস্থায় উহারপুর্বের হরফে আরেযী কাসরা বা যের থাকিলে উহা পোর করিয়া পড়িতে হয়। আরেযী কাসরা অর্থ হইল যাহা পুর্বে সাকিন ছিল কিন্তু অন্য শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবার জন্য সাময়িক ভাবে কাসরা দেওয়া হইয়াছে। যথাঃ-

مَنِ ارْتَضٰى - رَبِّ ارْجِعُوْنِ - اِنِ ارْتَبْتُمْ

৪। ر হরফ সাকিন অবস্থায় উহার পুর্ব হরফে যের হইলে এবং ইহার পরে হরুফে ইস্তেলা হইতে কোন একটি অক্ষর আসিলে ر হরফ পোর করিয়া পড়িতে হয় যথাঃ-

قِرْطَاسٌ - مِرْصَادٌ - فِرْقَةٌ

خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ এ বর্ণিত সাতটি হরফকে হরুফে ইস্তেলা বলা হয়। কিন্তু উপরোক্ত কায়দা অনুযায়ী فِرْق (সুরা শুয়ারা) শব্দে 'রা' হরফ পোর করিয়া পড়ার মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ ক্বারী সাহেবান পোর করিয়া পড়িয়া থাকে।

৫। ر হরফে যদি ওয়াক্‌ফ করা হয় এবং উহার পুর্বে ى ব্যতীত অন্য কোন হরফ সাকিন থাকে উক্ত সাকিন হরফ এর পুর্বাক্ষরে যবর কিংবা পেশ থাকে, তাহা হইলে ر হরফকে পোর করিয়া পড়িতে হইবে।

যথাঃ شَهْرٌ - خُسْرٌ - صُدُوْرٌ

নিম্নলিখিত অবস্থায় ر হরফ বারীক করিয়া পড়িতে হয় ঃ

১। ر হরফ এর মধ্যে যের হইলে উহা বারীক করিয়া পড়িতে হয়।

যথাঃ-

رِجَالٌ - رِكْزٌ

২। ر হরফ সাকিন অবস্থায় উহার পুর্ব হরফে আছলী যের হইলে উহা বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ-

مِرْفَقًا - فِرْعَوْنَ

৩। ر হরফে ওয়াক্‌ফ করার সময় উহার পুর্বে ى সাকিন থাকিলে উক্ত ر হরফ বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ-

سَعِيْرٌ - خَبِيْرٌ - خَيْرٌ

৪। ر হরফে ওয়াক্‌ফ করার সময় যদি উহার পুর্বে ى হরফ ব্যতীত অন্য কোন হরফ সাকিন হয় এবং সেই সাকিন হরফ এর পুর্বাক্ষরে যের থাকে। তাহা হইলে উক্ত ر হরফকে বারীক করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ-

ذِكْرٌ - شِعْرٌ - حِجْرٌ

(ه) হায়ে যমীরের বিবরণ

যে ه কোন শব্দের শেষে সর্বনাম হিসাবে আসে, অর্থাৎ যাহার অর্থ বাংলায় 'উহার' বা 'ইহার' হয় তাহাকে যমীরের ه বা হায়ে যমীর বলে।

১। হায়ে যমীরে যদি পেশ হয় এবং তাহার পুর্বের হরফে কোন হরকত থাকে তাহা হইলে সেই ه হরফে একটি জযম যুক্ত و মিলাইতে হইবে। যথাঃ- لَهُ

কিন্তু শুধু সুরা 'যুমার' এর প্রথম রুকুতে يَرْضَهُ لَكُمْ এর ه এর মধ্যে এই কায়দা চলিবে না। এখানে و মিলাইতে হইবে না।

২। হায়ে যমীরে যদি যের হয় এবং ইহার পুর্বের হরফেও যের থাকে, তাহা হইলে সেই ه হরফে একটি জযমযুক্ত ى মিলাইতে হইবে। যথাঃ - بِهِ

৩। হায়ে যমীরের পুর্বের হরফে সাকিন থাকিলে সেই ه এর মধ্যে و কিংবা ى মিলাইতে হইবে না। যথাঃ-

عَلَيْهِ - فِيْهِ

কিন্তু فِيْهِ مُهَانًا এর মধ্যে এই কায়দা চলিবে না। এখানে ه এর পূর্ব হরফ ى সাকিন হওয়া সত্ত্বেও ه এর সঙ্গে ى মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

৪। হায়ে যমীরের পরে যদি সাকিন হয়, তবে সেই ه এর সাথে و কিংবা ى মিলাইতে হইবে না। যথাঃ-

وَحْدَهٗ اشْمَأَزَّتْ - بِهِ اللّٰهُ - لَهُ الرَّسُوْلُ

বিশেষ দ্রষ্টব্য– হায়ে যমীরের মধ্যে জযমযুক্ত و ও ى মিলাইয়া পড়িবার জন্য হায়ে যমীরে যথাক্রমে উল্টা পেশ ও খাড়া যের ব্যবহার করা হয়।

ক্বল্‌ক্বলার বিবরণ

قُطْبُ جَدٍّ এই পাঁচটি হরফে যখন সাকিন বা ওয়াকফ হয় তখন ক্বল্‌ক্বলা করিতে হয়। অর্থাৎ প্রতিধ্বনির মত আওয়াজ বন্ধ হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসাকে সাধারণতঃ ক্বল্‌ক্বলা বলা হয়। যেমন কোন শক্ত জিনিষকে শক্ত মাটির উপর নিক্ষেপ করিলে নিক্ষিপ্ত বস্তু শব্দ করিয়া ফিরিয়া আসে– ঠিক তেমনই ক্বল্‌ক্বলার হরফকেও ক্বল্‌ক্বলা করিবার সময় নির্দিষ্ট মাখরাজ হইতে প্রতিধ্বনির মত আওয়াজ বন্ধ হইয়া পুনরায় উচ্চারিত হয় তাহাকে ক্বল্‌ক্বলা বলে।

১। শব্দের মধ্যভাগের ক্বল্‌ক্বলার হরফ সাকিন হইলে সামান্য ক্বল্‌ক্বলা করিতে হয় এবং কিছুটা যবরের মত করিয়া পড়িতে হয়। যথাঃ

يَقْطَعُوْنَ - قِطْمِيْرَ - يَبْخَلُوْنَ - تَجْهَلُوْنَ - يَدْخُلُوْنَ

ক্বল্‌ক্বলার হরফ ওয়াক্‌ফ অবস্থায় থাকিলে পূর্ণভাবে ক্বল্‌ক্বলা করিতে হয় এবং অতি সামান্য যবরের আলামত যাহের করিয়া পড়িতে হয় –

যেন পুরা মাত্রায় যবর প্রকাশ না পায় যথাঃ –

خَلَّاقٌ - صِرَاطٌ - حِسَابٌ - شَدِيْدٌ - جُهُوْدٌ

ক্বলক্বলা করার ব্যাপারে অনেকে বহু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে; এরূপ করা ঠিক নহে।

মাখরাজের বিবরণ

হরফের উচ্চারণ স্থান সমূহকে মাখরাজ বলা হয়। অর্থাৎ যে হরফ যে স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, ইহাকে সেই হরফের মাখরাজ বলা হয়। আরবী ভাষায় সমুদয় হরফের জন্য ১৬টি ও গুন্নার জন্য ১টি মোট ১৭টি মাখরাজ রহিয়াছে। যথাঃ–

প্রথম মাখরাজ – জওফে দাহান অর্থাৎ কণ্ঠনালী ও মুখের মধ্যস্থিত শুন্যময় স্থান। এই মাখরাজ হইতে শুধু আলিফ হরফ উচ্চারিত হয়। তবে و এবং ى যখন মদ্দের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এই দুইটি হরফও এই মাখরাজ হইতে বাহির হয় এবং আলিফের ন্যায় বাতাসে উচ্চারণ শেষ হয়। আলিফ হরফ উচ্চারিত হইবার সময় মুখ ও হল্‌ক্বের কোন অংশই অন্য অংশের সংঙ্গে সংযুক্ত বা স্পর্শ হয় না ; শুধু শুণ্যস্থান হইতে মাখরাজ শুরু হইয়া বাতাসে শেষ হয়।

দ্বিতীয় মাখরাজ – আক্‌ছায়ে হাল্‌ক্ব অর্থাৎ কণ্ঠনালীর মূল অংশ যাহা বক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। এই মাখরাজ হইতে দুইটি হরফ উচ্চারিত হয়। যথাঃ- ه - ء

তৃতীয় মাখরাজ– আওসাতে হাল্‌ক্ব অর্থাৎ কণ্ঠনালীর মধ্যবর্তী স্থান। এই মাখরাজ হইতে ح ও ع উচ্চারিত হয়।

চতুর্থ মাখরাজ – আদ্‌নায়ে হাল্‌ক্ব অর্থাৎ কণ্ঠনালীর শেষ অংশ যাহা জিহ্বার গোড়ার সঙ্গে মিলিয়াছে। ইহা হইতে দুইটি হরফ উচ্চারিত হয় যথাঃ - خ - غ

পঞ্চম মাখরাজ – জিহ্বার গোড়া এবং ইহার ঠিক উপরের তালু। ইহা হইতে মাত্র একটি হরফ উচ্চারিত হয়। যথাঃ - ق

ষষ্ঠ মাখরাজ – জিহ্বার গোড়া ও জিহ্বার অর্ধাংশের মধ্যবর্তী স্থান এবং সেই বরাবর উপরের তালু। এই মাখরাজ হইতে শুধু ك হরফ উচ্চারিত হয়।

সপ্তম মাখরাজ– জিহ্বার ঠিক মধ্যস্থল ও সেই বরাবর উপরের তালু। এই মাখরাজ হইতে ش ج এবং ى (যখন মদ্দ হিসাবে ব্যবহৃত না হয়) উচ্চারিত হয়।

অষ্টম মাখরাজ– জিহ্বার যে কোন কিনারা ও উপরের চোয়ালের দন্তপাটির গোড়া এই মাখরাজ হইতে একটি মাত্র হরফ উচ্চারিত হয়। যথাঃ- ض জিহ্বার বাম কিনারা দ্বারাই সাধারনত ض হরফ উচ্চারণ করিতে সহজ। উচ্চারণের সময় উপরে বর্ণিত জিহ্বার কিনারাই দন্তপাটির গোড়ায় মিলাইতে হইবে। জিহ্বার অগ্রভাগ ঘুরাইয়া লাগান ঠিক নহে।

নবম মাখরাজ– জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সম্মুখের উপরের দাঁতের মাড়ী। ইহা হইতে ل হরফ উচ্চারিত হয়।

দশম মাখরাজ – জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সম্মুখের উপরের দাঁতের মাড়ী সংলগ্ন তালু। ইহা হইতে ن হরফ উচ্চারিত হয়।

একাদশ মাখরাজ – জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ অর্থাৎ উপরের দিক। ছানাইয়া–রাবাঈ দাঁতের বরাবর উপরের তালুর দিকে ঝুকিয়া ر হরফ উচ্চারিত হয়।

দ্বাদশ মাখরাজ – জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরের মাড়ির সম্মুখের দাঁতের (সানায়ে উল্ইয়া) গোড়া। এই মাখরাজ হইতে ط - د - ت এই তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়।

ত্রয়োদশ মাখরাজ – জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরের মাড়ির সম্মুখের দাঁতের (সানায়ে সুফ্লা) অগ্রভাগ । ইহা হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যথাঃ- ز س ص

চতুর্দশ মাখরাজ ঃ– জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সম্মুখের উপরের দাঁতের (সানায়ে উল্ইয়া) অগ্রভাগ। ইহা হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যথাঃ- ث – ذ – ظ

পঞ্চদশ মাখরাজ – নিম্ন ঠোঁটের উপরিভাগের মধ্যস্থল এবং উপরের সম্মুখের দাঁতের (সানায়ে উল্ইয়া) অগ্রভাগ, ইহা হইতে শুধু ف হরফ উচ্চারিত হয়।

ষোড়শ মাখরাজ– দুই ঠোঁট। এই মাখরাজ হইতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যথাঃ- ب – م – و যে و মদ্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না তাহাও এই মাখরাজ হইতে উচ্চারিত হয়। ب ও م উচ্চারণকালে দুইটি ঠোঁট একত্রিত হয়। কিন্তু و উচ্চারণকালে দুই ঠোঁটের মধ্যস্থানে কিঞ্চিৎ ফাঁক থাকিবে।

সপ্তদশ মাখরাজ – নাসিকার মূল অর্থাৎ নাকের বাঁশী। এই মাখরাজ হইতে ن হরফ (ইখ্ফা ও ইদ্গাম অবস্থায়) উচ্চারিত হয়।

যথা ঃ- مَنْ يَّشَاءُ - اَنْتَ

ফায়দা

প্রত্যেক হরফের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ ভঙ্গী আছে। বিভিন্ন হরফের উচ্চারণে পার্থক্য না করিয়া একই ধরনের উচ্চারণ করিলে গোনাহ্ এবং নামায ফাসেদ হইবার ভয়ও আছে; এই ধরণের কতকগুলি জরুরী হরফের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ت পড়িবার সময় ط এর ন্যায় পূর করিয়া পড়িবে না, বরং বারীক করিয়া পড়িতে হইবে।

২। ث নরমভাবে পড়িতে হইবে, ইহাকে ص ও س এর মত কঠিন স্বরে পড়িবে না।

৩। ص কখনও س এর মত বারীক করিবে না।

৪। ذ নরমভাবে আদায় করিবে এবং ز কঠিনভাবে পড়িতে হইবে।

৫। ق কখনও ك এর ন্যায় বারীক করিয়া পড়িবে না।

৬। ض পূর এবং د কে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বারীক পড়িবে।

৭। ذ বারীক এবং ظ পূর করিয়া পড়িবে।

৮। ع এবং ء এর পার্থক্য সর্বদাই মনে রাখিবে। ء আক্বছায়ে হাল্ক্ব হইতে উচ্চারিত হয় এবং ع আওসাতে হাল্ক্ব হইতে আদায় করিবে।

৯। ه হাওয়ায ح হুত্তী হইতে অবশ্যই পৃথক করিয়া উচ্চারণ করিবে। আকছায়ে হাল্ক্ব হইতে ه উচ্চারণ করিবে, আওসাতে হাল্ক্ব হইতে ح উচ্চারণ করিবে।

মোটকথা হরূফের উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য না করিলে অবশ্যই নামায ফাসেদ হইবে। যেমন ঃ-

وَانْحَرْ	এর স্থলে	وَانْهَرْ	পড়িলে
اَلصَّيْفِ	”	اَلسَّيْفِ	”
قُلْ هُوَ اللّٰه	”	كُلْ هُوَاللّٰه	”
اِثْمٌ	”	اِسْمٌ	”

হরূফের ছিফাতের বিবরণ

হরূফের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ-ভঙ্গী রহিয়াছে। কোন হরফ উচ্চারণকালে শ্বাস জারী থাকে, আবার কোন হরফ এর সময় জারী থাকে না। কোন হরফ এর উচ্চারণ কোমল, কোন হরফ এর উচ্চারণ কর্কশ, ইত্যাদি। হরফ এর এই ধরণের বিভিন্ন গুণকেই **ছিফাত** বলা হয়। বিভিন্ন ছিফাতযুক্ত হরফের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। হরূফের ছিফাত সাধারণতঃ ১৮ টি। যথা ঃ–

১। **হরূফে মাহ্‌মুছাহ** – যে সকল হরফ উচ্চারণ করিতে মৃদু আওয়াজ হয় এবং শ্বাস জারী থাকে. উহ দিগকে হরূফে মাহ্‌মুছাহ্ বলা হয়। হরূফে মাহ্‌মুছাহ্ ১০টি। যাহা নিম্নলিখিত তিনটি শব্দে নিহিত রহিয়াছে। যথা ঃ–

فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ

২। **হরূফে মাজহূরাহ–** যে সমস্ত হরফ উচ্চারণ করিতে বড় আওয়াজ হয় এবং শ্বাস একবার বন্ধ হইয়া পুনরায় জারী থাকে, উহাদিগকে হরূফে মাজহূরাহ্ বলা হয়। ইহা মাহ্‌মুছার বিপরীত, হরূফে মাজহূরাহ্ ১৯টি। যথাঃ–

ا – ب – ج – د – ذ – ر – ز – ض – ط – ظ – ع – غ

ق – ل – م – ن – و – ء – ى

৩। **হরূফে শাদীদাহ–** শাদীদাহ অর্থ কঠিন, অর্থাৎ যে সমস্ত হরফ উচ্চারণকালে শ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় এবং কঠিন স্বরে উচ্চারিত হয়, উহাদিগকে হরূফে শাদীদাহ্ বলে। এইরূপ হরফ ৮টি যাহা এই তিনটি শব্দে নিহিত রহিয়াছে। যথা ঃ–

اَجِدُ – قَطٍّ – بَكَتْ

৪। **হরূফে মুতাওস্‌সিতাহ–** যে সমস্ত হরফ এর মধ্যম স্বর, অর্থাৎ উচ্চারণ বেশী শক্তও নয় এবং নরমও নয়, উহাদিগকে হরূফে মুতাওস্‌সিতাহ্ বলা হয়। এইরূপ হরফ ৫টি । যথা ঃ– لِنْ عُمَرْ

৫। **হরূফে রিখ্‌ওয়াহ–** হরূফে রিখওয়াহ্ হরূফে শাদীদার বিপরীত। অর্থাৎ, যে সকল হরফ এর উচ্চারণ নরম স্বরে হয়, উহাদিগকে হরূফে রিখ্‌ওয়াহ বলা হয়। এইরূপ হরফ ১৬টি। যথা ঃ–

ا – ث – ح – خ – ذ – ز – س – ش – ص – ض

ظ – غ – ف – و – ه – ى

৬। **হরূফে মুস্তালিয়া** – যে সমস্ত হরফ উচ্চারণকালে জিহ্বা উপরের তালুর দিক উঠে, উহাদিগকে হরূফে মুস্তালিয়া বলে। এইরূপ হরফ ৭টি। যথা ঃ– خُصَّ ضَغْطٍ – قِظْ

৭। **হরূফে মুস্তাফীলা** – যে সমস্ত হরফ উচ্চারণকালে জিহ্বা নীচের তালুর দিকে যায় এবং যাহা বারীক করিয়া পড়িতে হয়, উহাদিগকে হরূফে মুস্তাফীলা বলা হয়। হরূফে মুস্তালীয়া ব্যতীত অবশিষ্ট ২২টি হরফ হরূফে মুস্তাফীলা। যথা ঃ–

ا-ب-ت-ث-ج-ح-د-ذ-ر-ز-س-ش-

ف-ع-ك-ل-م-ن-و-ه- ء-ى

৮। **হরূফে মুত্‌বাক্বাহ**– যে সমস্ত হরফ উচ্চারণকালে জিহ্বার মধ্যাংশ উপরের তালুতে মিলিয়া যায়, উহাদিগকে হরূফে মুত্‌বাক্বাহ্‌ বলা হয়। হরূফে মুত্‌বাক্বাহ্‌ ৪টি- ص - ض - ط - ظ

৯। **হরূফে মুন্‌ফাতিহা**– যে সমস্ত হরফ উচ্চারণকালে জিহ্বা তালুতে না মিলিয়া প্রশস্ত থাকে, উহাদিগকে হরূফে মুন্‌ফাতিহা বলা হয়। হরূফে মুত্‌বাক্বাহ্‌ ব্যতীত অবশিষ্ট ২৫ টি হরফ হরূফে মুন্‌ফাতিহা। যথাঃ–

ا - ، - ب - ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ - ر- ز

س - ش - ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن - و - ه - ء - ى

১০। **হরূফে মুয্‌লিক্বাহ**– যে সমস্ত হরফ জিহ্বা ও ঠোঁটের কিনারা হইতে উচ্চারিত হয়, উহাদিগকে হরূফে মুয্‌লিক্বাহ বলা হয়। এইরূপ হরফ ৬টি। যথা ঃ– فَرَّ مِنْ لُبٍّ

১১। হরূফে মুছ্‌মিতাহ্‌ – যে সমস্ত হরফ জিহ্বা ও ঠোঁটের কিনারা হইতে উচ্চারিত হয় না, উহাদিগকে হরূফে মুছমিতাহ্‌ বলা হয়, ইহা হরূফে মুয্‌লিক্বার বিপরীত, হরূফে মুছমিতাহ্‌ ২৩ টি। যথা ঃ–

ا - ء - ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ - ز - س - ش

ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ق - ك - و - ه - ء - ى

১২। হরূফে ছাফীরাহ – ز - ص - س এই তিনটি হরফ উচ্চারণ করিবার সময় চড়ুই পাখীর আওয়াজের ন্যায় এক রকম অতিরিক্ত আওয়াজ বাহির হয়। এই জন্য ইহাদিগকে হরূফে ছাফীরাহ্‌ বলে।

১৩। হরূফে ক্বল্‌ক্বলাহ্‌ – قُطُبُ جَدٍّ শব্দে বর্ণিত ৫টি হরফ ওয়াক্‌ফ অবস্থায় উচ্চারণকালে প্রতিধ্বনির ন্যায় আওয়াজ বাহির হয় এবং কিছুটা হরকতের, বিশেষতঃ যবরের আমেজ পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাদিগকে হরূফে ক্বল্‌ক্বলাহ্‌ বলা হয়। প্রতিধ্বনি ধরণের আওয়াজকে ক্বল্‌ক্বলাহ্‌ বলে।

১৪। হরূফে লীন– লীন অর্থাৎ সহজ বা নরম। ى - و এই দুইটি হরফ সাকিন অবস্থায় পূর্বাক্ষরে যবর থাকিলে অনেকটা সহজভাবে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে হরূফে লীন বলা হয়।

১৫। হরূফে মুনহারিফাহ্‌ – ل - ر এই দুইটি হরফ উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ কিছুটা উল্টাইয়া লাম-রা এর দিকে এবং রা-লাম-এর মাখরাজের দিকে মায়েল (ঝুকিয়া) হইয়া উচ্চারিত হয়। এইজন্য ইহাদিগকে হরূফে মুনহারিফাহ্‌ বলে।

১৬। হরূফে তাকরার – (তাকরার) অর্থ পুনঃ পুনঃ।এই ছিফাতটি কেবল ر হরফে পাওয়া যায়। কারণ, ইহা উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার

অগ্রভাগ কিছুটা কাঁপিয়া উঠে। ফলে একটি ر এর স্থলে দুইটি বা বেশী ر উচ্চারিত হয়। সতর্ক থাকিবে, যাহাতে একটি ر এর বেশী উচ্চারিত না হয়।

১৭। **হরূফে তাফাশ্‌শী** – তাফাশ্‌শী অর্থ প্রশস্ততা। ইহা কেবল ش হরফে পাওয়া যায়। কারণ ش হরফ উচ্চারণ করিবার সময় মুখের মধ্যে বাতাস জিহ্বার মাঝ থেকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া প্রশস্ত হয়।

১৮। **হরূফে মুস্তাতীলাহ্‌** – উচ্চারিত স্বর লম্বা করাকে ইস্তিতালাত্‌ বলা হয়। এই ছিফাতটি কেবলমাত্র ض হরফ এর জন্য নির্দিষ্ট। কারণ ইহা উচ্চারণের সময় এতটা লম্বা উচ্চারণ করা হয় যে, কিছুটা ل এর মাখ্‌রাজ পর্যন্ত চলিয়া যায়।

ইদ্‌গামের বিবরণ

এক হরফকে অন্য হরফের সঙ্গে মিলাইয়া একই উচ্চারণে পড়াকে সাধারনতঃ ইদ্‌গাম বলা হয়। ইদ্‌গাম তিন প্রকার ঃ–

১। ইদ্‌গামে মিস্‌লায়েন ২। ইদ্‌গামে মুতাজানিসায়েন।

৩। ইদ্‌গামে মুতাক্বারিবায়েন।

১। **ইদ্‌গামে মিসলায়েন** – যদি একই মাখরাজ ও ছিফাতের দুইটি হরফ পরস্পর এইরূপভাবে নিকটবর্তী হয় যে, প্রথমটি সাকিন ও দ্বিতীয়টি মুতাহার্‌রাক (হরকতওয়ালা) থাকে, তাহা হইলে সাকিন হরফটিকে মুতাহার্‌রাক হরফ এর সঙ্গে মিলাইয়া একই উচ্চারণে পড়াকে ইদ্‌গামে মিস্‌লায়েন বলে।

যথাঃ - اِذْهَبْ بِكِتَابِىْ بَلْ لَّا

কিন্তু و ও ى দুইটি হরফের যে কোন একটি হরফ যদি উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী পরস্পর একত্রিত হয়, তাহা হইলে ইদ্‌গাম করা যাইবে না।

কারণ ইহাতে মদ্দে তবয়ী নষ্ট হইয়া যাইবে। যথাঃ-

الَّذِىْ يَزَّكّٰى - قَالُوْا وَهُمْ - فِىْ يَوْمٍ

২। **ইদ্‌গামে মুতাজানিসায়েন** – যদিও একই মাখরাজের কিন্তু ভিন্ন ছিফাতের দুইটি হরফ – যেমন ت - د - ط এইরূপ ভাবে পরস্পর একত্রিত হয় যে প্রথমটি সাকিন এবং দ্বিতীয়টি মুতাহার্‌রাক থাকে, তাহা হইলে ঐ সাকিন হরফটিকে মুতাহার্‌রাক হরফে ইদ্‌গাম করাকে ইদ্‌গামে মুতাজানিসায়েন বলা হয়। যথাঃ-

اَحَطْتُّ - قَالَتْ طَّائِفَةٌ - عَاهَدْتُّ - اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا

اِذْ ظَّلَمْتُمْ - يَابُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا - يَلْهَثْ ذّٰلِكَ

৩। **ইদ্‌গামে মুতাক্বারিবায়েন** – ক্বারীবুল মাখরাজ অর্থাৎ এক হরফের মাখ্‌রাজ অন্য হরফের মাখ্‌রাজের অতি নিকটবর্তী এইরুপ দুইটি হরফ যদি পরস্পর এইভাবে নিকটবর্তী হয় যে, প্রথম সাকিন এবং দ্বিতীয়টি মুতাহার্‌রাক তাহা হইলে প্রথমটিকে দ্বিতীয় হরফের মধ্যে ইদ্‌গাম করার নাম ইদ্‌গামে মুতাক্বারিবায়েন। কিন্তু হাফ্‌স (রাহঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী এইরুপ ইদ্‌গাম হয় না।

ফাওয়ায়েদে নাফেয়া

১। সুরা বাক্বারার ৩২ রুকু সাইয়াকুল পারার শেষভাগে يَبْصُطُ এবং সুরা আ'রাফের নবম রুকু, ওয়া লাও আন্নানা পারার শেষভাগে بَصْطَةً এই দুইটি শব্দে মাছাহেফে ওসমানিয়াতে ص লেখা রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্বিরআতের রাভী হাফ্‌ছ (রাহঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী উপরোক্ত দুই স্থানে ص এর স্থলে س পড়িতে হইবে।

২। সুরা হুদের ৪র্থ রুকুর মধ্যে بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا এর ر হরফ এর যের হাফ্‌ছ (রহঃ) এর মতে এমালা করিয়া পড়িতে হয়, অর্থাৎ মাজরেহা পড়িতে হয়।

৩। সুরা ইউসুফের ৪র্থ রুকুতে لَا تَأْمَنَّا শব্দ মাছাহেফে ওস্‌মানিয়াতে এক ن দ্বারা লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু এল্‌মে ক্বিরআতের আলেমগণের নিকট ইহা দুই প্রকারে পড়া হয়। প্রথমতঃ ن (নুন) কে তাশদীদ সহ পড়িতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দুইটি নুন - ই পড়িতে হইবে। প্রথমটি দুই ঠোটের দ্বারা পেশের দিকে ইংগিত করিয়া এবং দ্বিতীয়টি যবরের সঙ্গে।

৪। সুরা কাহাফের নবম রুকুতে وَمَا أَنْسٰنِيْهُ এবং সুরা ফাত্‌হ এর প্রথম রুকুতে عَلَيْهُ اللّٰهَ এই দুইটি শব্দের হায়ে যমীরে হাফছ (রাহঃ) এর মতে পেশ পড়িতে হইবে।

৫। সুরা আম্বিয়ার ষষ্ঠ রুকুতে وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ এর মধ্যে মাছাহেফে ওসমানিয়াতে এক 'নুন ' অর্থাৎ। نجى লিখা রহিয়াছে। কিন্ত হাফ্স (রাহঃ) এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী দুই নুন অর্থাৎ نُنْجِى পড়া হয়। প্রথম নুনে পেশ এবং দ্বিতীয় নুন সাকিন করিয়া পড়িতে হয়।

৬। সুরা নমলের ২য় রুকুতে فَأَلْقِهْ শব্দের ه এর জযম পড়িতে হইবে।

৭। সুরা নম্লের ৩য় রুকুতে فَمَآ اٰتٰنِىَ اللّٰهُ এর ى মিলাইয়া পড়িবার সময় জবর এবং ওয়াক্ফ করার সময় জযম সহ পড়িবে। ى ওয়াক্ফ করার সময় ইয়াকে বাদ দিয়া নুনকে সাকিন করাও জায়েজ আছে।

৮। সুরা حٰمٓ سجدة এর চতুর্থ রুকুতে ءَاَعْجَمِىٌّ শব্দের দ্বিতীয় হামযাকে তসহীল অর্থাৎ আলিফ ও হামযার মধ্যবর্তীভাবে পড়িবে।

৯। সুরা তুরে - اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ শব্দে ص লিখা আছে কিন্তু হাফ্ছ (রাহঃ) এর মতে ইহাতে س এবং ص দুইটিই পড়া জায়েজ আছে।

খতম শোদ